রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মে ৬, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

প্রশাসন শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ বৈশাখ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ/০৪ মে, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৯০-আইন/২০১৫।—প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৩নং আইন) এর ধারা ৪৩, ধারা ৭(২) পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (চেয়ারপার্সন ও সদস্য) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

"আইন" অর্থ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৩নং আইন)।

৩। **চেয়ারপার্সন ও সদস্যগণের নিয়োগ।**—সরকার, কমিশনের চেয়ারপার্সন ও সদস্যগণকে নিয়োগের ক্ষেত্রে বাছাই কমিটির সুপারিশ বিবেচনা করিবে।

৪। **বাছাই কমিটি।**—(১) চেয়ারপার্সন ও সদস্যগণকে নিয়োগের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথা :—

(ক)	মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সভাপতি
(খ)	সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(গ)	সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ঘ)	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ঙ)	সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
(চ)	সভাপতি, এফবিসিসিআই	সদস্য।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

(২) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাছাই কমিটির কার্যসম্পাদনে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

৫। **বাছাই কমিটির সভা**।—(১) বাছাই কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বাছাই কমিটির সভা সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) সভাপতিসহ অন্যূন ৩(তিন) জন সদস্যের উপস্থিতিতে বাছাই কমিটির সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৪) চেয়ারপার্সন ও সদস্যগণকে নিয়োগে সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে, বাছাই কমিটি সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের ভিত্তিতে প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে ২(দুই) জন ব্যক্তির নাম সুপারিশ করিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

৬। **ছুটি**।—(১) চেয়ারপার্সন ও সদস্যগণের ছুটি ও ছুটিকালীন সময়ের বেতনের ক্ষেত্রে Prescribed Leave Rules, 1959 এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের অন্যান্য বিধি-বিধান প্রযোজ্য হইবে।

(২) চেয়ারপার্সনের ক্ষেত্রে সরকার, এবং সদস্যগণের ক্ষেত্রে চেয়ারপার্সন সকল প্রকার ছুটির মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ হইবেন।

৭। **জনস্বার্থে বিদেশ সফর**।—(১) চেয়ারপার্সন ও সদস্যগণ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, জনস্বার্থে, বিদেশ সফর করিতে পারিবেন এবং এইরূপ বিদেশ সফরের ক্ষেত্রে তাঁহারা তাঁহাদের সমপদমর্যাদার পদধারীদের জন্য প্রযোজ্য হারে যাবতীয় ভ্রমণ ভাতা ও অন্যান্য ভাতাদি প্রাপ্য হইবেন।

(২) চেয়ারপার্সন বা কোন সদস্য বিদেশ সফর করিলে উক্তরূপ সফর হইতে দেশে প্রত্যাবর্তনের ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে বিদেশ সফরের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন
সিনিয়র সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd